মা দ ক দ্র ব্য নি য় ন্ত্র ণ অ ধি দ প্ত র

মাসিক বুলেটিন

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের মাসিক বুলেটিন | সংখ্যাঃ ৩৯ | বর্ষঃ চতুর্থ | মার্চ ২০০৮

বেনাপোল পোর্ট থেকে ৪ কেজি হেরোইন উদ্ধার

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের যশোর উপ-অঞ্চলের সদস্যরা গোপন সংবাদের ভিত্তিতে গত ১১ মার্চ ২০০৭ তারিখ বিকাল সাড়ে পাঁচটায় বেনাপোল পোর্ট থানাধীন দুর্গাপুর এলাকা থেকে ৪ কেজি হেরোইনসহ ৪ জনকে গ্রেফতার করে, যাদের মধ্যে একজন ভারতীয় নাগরিক। এ ঘটনার সাথে জড়িত থাকার অভিযোগে (১) মোঃ জাহাঙ্গীর আলম, (২) মোঃ ইব্রাহিম মোড়ল, (৩) মোঃ আলমগীর হোসেন আলম ও (৪) তারক দেবনাথ (ভারতীয় নাগরিক) কে গ্রেফতার করে। গ্রেফতারের সময় আসামীদের কাছ থেকে ৪ কেজি হেরোইনসহ নগদ ১৪,৯০০/= টাকা, ৫০০ ভারতীয় রুপি এবং হেরোইন ব্যবসায় সংশ্লিষ্ট আনুষঙ্গিক জিনিসপত্র জব্দ করা হয়। ৪ কেজি হেরোইনের মধ্যে ৫০০ গ্রাম **White Sugar,** ২ কেজি ৮০০ গ্রাম **Brown Sugar** এবং ৭০০ গ্রাম **Yellow Sugar** রয়েছে। আসামীদের বিরুদ্ধে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন ১৯৯০ এর সংশ্লিষ্ট ধারা মোতাবেক বেনাপোল পোর্ট থানায় মামলা দায়ের করা হয়েছে, যার নং-০৮, তারিখ ১২ মার্চ ২০০৮।

চারকেজি হেরোইনসহ গ্রেফতারকৃত জাহাঙ্গীর, ইব্রাহিম, আলমগীর ও তারক।

জাতীয় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ ও প্রচারণা কমিটির সভা

গত ১৯ মার্চ ২০০৮ তারিখ বেলা ৩ ঘটিকায় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে স্বরাষ্ট্র সচিব জনাব মোঃ আবদুল করিমের সভাপতিত্বে জাতীয় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ ও প্রচারণা কমিটির প্রথম সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় স্বরাষ্ট্র সচিব উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে, সমন্বিত কার্যক্রম গ্রহণের মাধ্যমে মাদক সমস্যা নিয়ন্ত্রণের বিষয়ে সকলের সক্রিয় ভূমিকার উপর গুরুত্বারোপ করেন। সভায় কমিটির সদস্য সচিব মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক জনাব মোঃ হুমায়ুন কবীর পর্যায়ক্রমে **Visual aid presentation** এর মাধ্যমে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের কার্যক্রম সংক্ষেপে উপস্থাপন করেন। সভায় বিস্তারিত আলোচনা শেষে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর কর্তৃক সংশ্লিষ্ট সকলের সহযোগিতায় মাদকবিরোধী প্রচারণা কার্যক্রম পরিচালনার বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ ছাড়াও স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে মাদকবিরোধী কমিটি গঠনের বিষয়ে গুরুত্বারোপ করা হয়। তা'ছাড়া জাতীয় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ ও প্রচারণা কমিটিতে বেসরকারী নারী সংগঠনের প্রতিনিধি হিসেবে ঠেঙ্গামারা মহিলা সবুজ সংঘ (TMSS) এর নির্বাহী পরিচালক অধ্যাপিকা ডঃ হোসনে আরা বেগমকে মনোনীত করা হয়।

পরিবহনকালে ফেন্সিডিল ও গাঁজাসহ ৪ জন গ্রেফতার

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের ঢাকা গোয়েন্দা অঞ্চলের একটি রেইডিং টিম গত ১১ মার্চ ২০০৮ তারিখে দিনব্যাপী মাদকবিরোধী অভিযান চালিয়ে ঢাকা মহানগরীর গোপীবাগ এস এস ফিলিং ষ্টেশনের সামনে এবং যাত্রাবাড়ী ওভারব্রীজ সংলগ্ন রাস্তার উপর থেকে ভৈরব হতে ঢাকাগামী বাস তল্লাশী করে ৫৬ বোতল ফেন্সিডিল ও ১ কেজি গাঁজা উদ্ধারপূর্বক মোঃ মাহফুজুর রহমান ওরফে মাহফুজ (২৮), ইয়ার আলী (২৯) কে গ্রেফতার করে এবং ২৪ বোতল ফেন্সিডিল ও ২ কেজি গাঁজাসহ মোঃ আঃ মোতালেব (২৫) ও আনোয়ারা বেগম ওরফে রহিমা নামক দু'জনকে গ্রেফতার করে। এ ছাড়া ঢাকা গোয়েন্দা অঞ্চলের সদস্যরা ১১ মার্চ ২০০৮ তারিখ রাতে মাদকবিরোধী অভিযান পরিচালনা করে ঢাকা মহানগরীর উত্তরা থানাধীন সেক্টর-১১, রোড নং-১৫ হতে ১২০ ক্যান বিয়ার ও ৯ বোতল বিদেশী মদসহ মোঃ আলম (২৭) কে হাতেনাতে গ্রেফতার করে, তার সহযোগী মোঃ সাইফুল ইসলাম কালা এর বিরুদ্ধে উত্তরা থানায় মামলা দায়ের করা হয়।

আপনার নিষ্পাপ সন্তানদের নেশা থেকে বাঁচান
DON'T MAKE THEM
A DRUG GENERATION

সম্পাদকের কথা

মাদকাসক্তদের সামাজিক সম্পদে পরিণত করতে হবে

মানুষ মাদকাসক্ত হয়ে জন্মগ্রহণ করেনা। ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক বিভিন্ন কারণে একজন মানুষ মাদকাসক্ত হয়ে পড়ে। মাদকাসক্তরা তার পরিবারে ও সমাজে নানাভাবে নিগৃহীত হয়ে থাকে। চিকিৎসার মাধ্যমে মাদকাসক্তদের সুস্থ জীবনে ফিরিয়ে আনা উচিত। যারা সুস্থ জীবনের অধিকারী তাদের সামাজিক দায়িত্ব হল মাদকাসক্তদের বিভিন্নভাবে সহযোগিতার মাধ্যমে এ অভিশপ্ত জীবন থেকে মুক্ত করে সুপথে ফিরিয়ে নিয়ে আসা। অনেক ক্ষেত্রে তাদের দীর্ঘকালীন চিকিৎসা ও চিকিৎসা পরবর্তী পরামর্শ ও যত্নের প্রয়োজন হতে পারে। মাদকাসক্তদের চিকিৎসার জন্য রয়েছে সরকারের পাশাপাশি অনেক বেসরকারী চিকিৎসা কেন্দ্র। এসকল চিকিৎসা কেন্দ্রে মাদকাসক্তদের প্রয়োজনানুযায়ী চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হয়। চিকিৎসা শেষে যখন সে তার পরিবার বা সমাজে ফিরে যায় তখন সকলকেই তার দিকে সহযোগিতা ও সহানুভূতির হাত বাড়িয়ে দিতে হবে। সচেতন মহলকে অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে সে যেন আবার পূর্বের সেই অন্ধকারাচ্ছন্ন জীবনে ফিরে না যায়। পারিবারিক ও সামাজিক সহানুভূতি পেলে ধীরে ধীরে মাদকাসক্ত ব্যক্তি সুস্থ জীবনে ফিরে আসতে পারবে। তখন তারা সামাজিক বোঝা না থেকে সামাজিক সম্পদে পরিণত হয়ে উঠবে।

ফরিদপুর ও শরীয়তপুরে মাদকবিরোধী আলোচনা সভা

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, ফরিদপুর উপ-অঞ্চলের উদ্যোগে গত ১৪ ফেব্রুয়ারি ২০০৮ তারিখে ফরিদপুর জেলা কারাগারে হাজতীদের মধ্যে মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার ও অবৈধ পাচার এবং এর ক্ষতিকর দিক সম্পর্কিত এক উদ্বুদ্ধকরণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানের অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার, জেল সুপার, ফরিদপুর, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর ফরিদপুর উপ-অঞ্চলের সহকারী পরিচালক জনাব মোঃ জাহিদ হোসেন মোল্লা এবং সংশ্লিষ্ট কারাগারের কর্মকর্তা/কর্মচারীসহ প্রায় ৪০০ হাজতী উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০০৮ তারিখে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের সহযোগিতায় "ধুপছায়া" সাংস্কৃতিক সংগঠন এর উদ্যোগে শরীয়তপুর জেলা স্টেডিয়াম চত্বরে মাদকবিরোধী আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। পরে জনপ্রিয় শিল্পীদের অংশগ্রহণে মাদকবিরোধী সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে শরীয়তপুর জেলার জেলা প্রশাসক, পুলিশ সুপার ও যৌথ বাহিনী ও র‍্যাব এর অধিনায়ক, পৌরসভার চেয়ারম্যান ও মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর ফরিদপুর উপ-অঞ্চলের সহকারী পরিচালক এবং প্রশাসনের বিভিন্ন বিভাগের কর্মকর্তাসহ শরীয়তপুর জেলার বিভিন্ন পর্যায়ের যুবক ও যুব মহিলাসহ প্রায় ১৫,০০০ লোক উপস্থিত ছিলেন।

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের উপ-অঞ্চল ও গোয়েন্দা অঞ্চলভিত্তিক ফেব্রুয়ারি/০৮ মাসের মামলার পরিসংখ্যানঃ

ক্র/নং	উপ-অঞ্চলের নাম	দায়েরকৃত মামলার সংখ্যা	আসামীর সংখ্যা
১	ঢাকা-মেট্রো উপ-অঞ্চল	১১৯	১২
২	ঢাকা উপ-অঞ্চল	৫৩	৭৩
৩	ময়মনসিংহ উপ-অঞ্চল	৩৫	৪৫
৪	ফরিদপুর উপ-অঞ্চল	১৯	২২
৫	টাংগাইল উপ-অঞ্চল	৯	১৬
৬	জামালপুর উপ-অঞ্চল	৮	৮
৭	চট্টগ্রাম-মেট্রো উপ-অঞ্চল	৪৫	৫৩
৮	চট্টগ্রাম উপ-অঞ্চল	১৮	১৩
৯	সিলেট উপ-অঞ্চল	৪১	৪০
১০	নোয়াখালী উপ-অঞ্চল	১৪	২২
১১	কুমিল্লা উপ-অঞ্চল	২৪	৩১
১২	কক্সবাজার উপ-অঞ্চল	১৪	২০
১৩	রাঙ্গামাটি উপ-অঞ্চল	৪	৫
১৪	খাগড়াছড়ি উপ-অঞ্চল	১	-
১৫	বান্দরবান উপ-অঞ্চল	২	২
১৬	খুলনা উপ-অঞ্চল	৩৬	৪৬
১৭	যশোর উপ-অঞ্চল	৩৫	৪৭
১৮	কুষ্টিয়া উপ-অঞ্চল	১৫	১৮
১৯	বরিশাল উপ-অঞ্চল	৬	৭
২০	পটুয়াখালী উপ-অঞ্চল	৫	৮
২১	রাজশাহী উপ-অঞ্চল	৬৪	৮৭
২২	পাবনা উপ-অঞ্চল	২৫	৩৭
২৩	বগুড়া উপ-অঞ্চল	১৯	২০
২৪	রংপুর উপ-অঞ্চল	৩৮	৩৯
২৫	দিনাজপুর উপ-অঞ্চল	২৩	২৯
২৬	ঢাকা গোয়েন্দা অঞ্চল	১২	১৬
২৭	রাজশাহী গোয়েন্দা অঞ্চল	৮	৭
২৮	চট্টগ্রাম গোয়েন্দা অঞ্চল	১১	১৩
২৯	খুলনা গোয়েন্দা অঞ্চল	৬	৭
	সর্বমোটঃ	৭০৯	৮৫১

মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও পুনর্বাসন রিপোর্ট

ফেব্রুয়ারি/০৮ মাসে সরকারী মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রসমূহে ৪২৮ জন মাদকাসক্তের চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হয়। ফেব্রুয়ারি/০৮ মাসে নিরাময় কেন্দ্রভিত্তিক প্রদত্ত চিকিৎসা সেবার বিবরণ নিম্নরূপঃ

কেন্দ্রের নাম	অন্তঃ বিভাগ	বহিঃ বিভাগ	মোট	নতুন	পুরাতন
কেন্দ্রীয় মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র, ঢাকা	৫৫	১২৬	১৮১	৯৯	৮২
মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র, চট্টগ্রাম	৪	৪	৮	৮	-
মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র, খুলনা	-	-	-	-	-
মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র, রাজশাহী	-	-	-	-	-
কেন্দ্রীয় কারাগার হাসপাতাল, যশোর	১০	৩৪	৪৪	২৬	১৮
কেন্দ্রীয় কারাগার হাসপাতাল, রাজশাহী	৩৭	১২	৪৯	১৭	৩২
কেন্দ্রীয় কারাগার হাসপাতাল, কুমিল্লা	২১	১০	৩১	১০	২১
মোট	১২৭	১৮৬	৩১৩	১৬০	১৫৩

অধিদপ্তরের রুজুকৃত মামলার আলামত সংক্রান্ত পরিসংখ্যান

অধিদপ্তরের ফেব্রুয়ারি/০৮ মাসের আলামতভিত্তিক মামলা, আসামী ও উদ্ধারকৃত মাদকদ্রব্যের বিবরণ নিম্নে তুলে ধরা হলোঃ

মাদকদ্রব্যের নাম	মামলার সংখ্যা	আসামীর সংখ্যা	মাদকদ্রব্যের পরিমাণ
হেরোইন	১৫০	১৯৭	৩.৮৫৫ কেজি
গাঁজা	২৪৪	২৯৪	১৮৫.৩৬ কেজি
গাঁজা গাছ			১ টি
অবৈধ চোলাই মদ	১৩৯	১৪৭	৩৩৫৫.৫ লিটার
দেশী মদ	১		৪ লিটার
বিদেশী মদ	১৬	১৫	২২৪ বোতল
বিয়ার			৫৪ ক্যান
রেক্টিফাইড স্পিরিট	৪	৫	১৯.৬৫ লিটার
ডিনেচার্ড স্পিরিট	৫	৬	১১৫ লিটার
ফেন্সিডিল	৮৯	১২০	২৭৪২ বোতল
ফেন্সিডিল	১	১	৬.৫১৮ লিটার
তাড়ী (টোডি)	২৩	২৪	১৩২৫ লিটার
পেথিডিন	১	৩	৫ লিটার
টি.ডি জেসিক ইঞ্জেকশন	২৭	২৮	২১৯ এ্যাম্পুল
জাওয়া	৪	৪	১০৪৯৭ লিটার
মুলি			৫৪০ পিচ
মরফিন	১	১	৫ এ্যাম্পুল
ইয়াবা ট্যাবলেট	৩	৪	৫৯৬ টি
রিকোডেক্স/কডোকপ সিরাপ	১	২	৩ বোতল
নগদ অর্থ			১৮৩১৮৭ টাকা
প্রাইভেট কার			১ টি
সি,এন,জি			২ টি
মোবাইল সেট			২৩ টি
মোটর সাইকেল			১ টি
মোট	৭০৯	৮৫১	

প্রিকারসর কেমিক্যাল আমদানি

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠানে ব্যবহৃত প্রিকারসর কেমিক্যালস এর আমদানীর বিষয়ে অনুমোদন দিয়ে থাকে। বর্তমান অর্থবছরের শুরু থেকে ফেব্রুয়ারি/০৮ পর্যন্ত বিভিন্ন প্রিকারসর এর অনুমোদিত বার্ষিক কোটা ও আমদানীর পরিমাণ নিম্নরূপঃ

প্রিকারসর কেমিক্যালের নাম	আমদানির বার্ষিক কোটার পরিমাণ	জুলাই/০৭ হতে ফেব্রুয়ারি/০৮ পর্যন্ত আমদানীর পরিমাণ	ফেব্রুয়ারি/০৮ মাসে আমদানীর পরিমাণ
টলুইন	৮,৯২৫.৭৯৯ মেঃ টন	১২০৮.৯৩২ মেঃ টন	১১৪.৬৪ মেঃ টন
এসিটিক এনহাইড্রাইড	১,২৫৬.৯৩৫ মেঃ টন	-	-
এসিটোন	৪,৪১৬.২৩১ মেঃ টন	৪৪১.৯২ মেঃ টন	৩৮.৪০ মেঃ টন
মিথাইল ইথাইল কিটোন	৩,০০১.৪১৭ মেঃ টন	৩২৩.৩৫৫ মেঃ টন	১৩.২০ মেঃ টন
পটাশিয়াম পারম্যাংগানেট	১,৭৫৭ মেঃ টন	১১৮.৪০ মেঃ টন	-

এ অধিদপ্তরের অনুমোদন ছাড়া যারা প্রিকারসর কেমিক্যাল এর ব্যবসা পরিচালনা করছে তাদের সম্পর্কে পরিচালক (অপারেশনস) এর নিকট সংবাদ প্রদানের জন্য সর্বসাধারণকে অনুরোধ করা যাচ্ছে। যোগাযোগের জন্য টেলিফোন নং-৮৩১২২৪৯।

নোয়াখালীতে মাদকবিরোধী আলোচনা সভা

জেলা প্রশাসন এবং মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, নোয়াখালীর যৌথ উদ্যোগে গত ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০০৮ তারিখে নোয়াখালী সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ অডিটরিয়ামে "মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার ও এর কুফল" শীর্ষক এক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। সকাল ১১.৩০ টায় উক্ত কলেজের অধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. নিমাই চাঁন বিশ্বাস এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ হাবিবুল কবির চৌধুরী। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কলেজের অধ্যাপিকা মারজিয়া খানম এবং অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম। সভায় স্বাগত বক্তব্য রাখেন অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক জনাব মোঃ মাসুদ হোসেন।

মাদক অপরাধের মামলা নিষ্পত্তি

ফেব্রুয়ারি/০৮ মাসে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের উপ-অঞ্চল ও গোয়েন্দা অঞ্চলভিত্তিক নিষ্পত্তিকৃত মামলা এবং ফেব্রুয়ারি/০৮ মাস পর্যন্ত অনিষ্পত্তিকৃত মামলার বিবরণ নিম্নরূপঃ

ক্রঃ নং	উপ-অঞ্চলের নাম	সাজপ্রাপ্ত মামলার সংখ্যা	সাজাপ্রাপ্ত আসামীর সংখ্যা	ফেব্রুয়ারি/০৮ পর্যন্ত অনিস্পত্তিকৃত মামলা
১	ঢাকা-মেট্রো উপ-অঞ্চল	৩৭	৪০	৫০৪৬
২	ঢাকা উপ-অঞ্চল	৩	৩	৩৬২৩
৩	ময়মনসিংহ উপ-অঞ্চল	৬	৬	২৪৮৭
৪	ফরিদপুর উপ-অঞ্চল	৭	৭	৬৬২
৫	টাংগাইল উপ-অঞ্চল	-	-	৬০৫
৬	জামালপুর উপ-অঞ্চল	১	১	৪৯৩
৭	ঢাকা গোয়েন্দা অঞ্চল	-	-	-
৮	চট্রগ্রাম মেট্রো উপ-অঞ্চল	৪	৪	৩০৭৭
৯	চট্রগ্রাম উপ-অঞ্চল	৩	৩	৯৮০
১০	নোয়াখালী উপ-অঞ্চল	১	১	৬৭১
১১	কুমিল্লা উপ-অঞ্চল	২৪	২৪	১৯১৭
১২	কক্সবাজার উপ-অঞ্চল	১	১	৫৮১
১৩	রাঙ্গামাটি উপ-অঞ্চল	-	-	১৭৬
১৪	খাগড়াছড়ি উপ-অঞ্চল	-	-	১৬
১৫	বান্দরবান উপ-অঞ্চল	-	-	৭৩
১৬	চট্টগ্রাম গোয়েন্দা অঞ্চল	-	-	৫১৩
১৭	সিলেট উপ-অঞ্চল	-	-	২৫১৮
১৮	খুলনা উপ-অঞ্চল	১১	১২	৯৫৩
১৯	যশোর উপ-অঞ্চল	৭	৮	১২৫২
২০	কুষ্টিয়া উপ-অঞ্চল	৪	৪	৬৪৬
২১	খুলনা গোয়েন্দা অঞ্চল	২	২	১২৪
২২	বরিশাল উপ-অঞ্চল	-	-	২৬৯
২৩	পটুয়াখালী উপ-অঞ্চল	-	-	৮৯
২৪	রাজশাহী উপ-অঞ্চল	৫	৫	৪১৫৩
২৫	পাবনা উপ-অঞ্চল	-	-	১৫৬০
২৬	বগুড়া উপ-অঞ্চল	১	১	১৩৪৯
২৭	রংপুর উপ-অঞ্চল	১	১	২০৬২
২৮	দিনাজপুর উপ-অঞ্চল	৪	৪	১৪৮৫
২৯	রাজশাহী গোয়েন্দা অঞ্চল	১	১	৩০২
	সর্বমোটঃ	১২৩	১২৮	৩৭৬৮২

৬২৪ ক্যান বিয়ারসহ আটককৃত মোঃ আবুল বারাকাত

৬২৪ ক্যান বিয়ার ও ৪ কেজি গাঁজাসহ ২ জন গ্রেফতার

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, ঢাকা মেট্রোঃ উপ-অঞ্চলের পৃথক একটি টিম গোপন সংবাদের ভিত্তিতে ১০ মার্চ ২০০৮ তারিখ রাত ১০.০০ ঘটিকায় গুলশান থানাধীন রোড নং-১১, বাড়ী নং-৫, ব্লক-জি, বনানী, ঢাকার "চিয়ংসিং " নামীয় চাইনিজ রেস্টুরেন্টে অভিযান পরিচালনা করে ৬২৪ ক্যান বিয়ার উদ্ধার করে মোঃ আবুল বারাকাত (২৮) কে হাতেনাতে গ্রেফতার করে। অপর একটি টিম একই তারিখে রাত ৮.০০ টায় খিলগাঁও থানাধীন ২৩৬/৬, মেরাদিয়া ভূঁইয়া পাড়াস্থ ৫ম তলা বিল্ডিং এর ২য় তলা (পশ্চিম পাশ) ভাড়াকৃত বসতঘরে অভিযান পরিচালনা করে ৪ কেজি গাঁজাসহ মোঃ ফজলু (৪৫) কে হাতেনাতে গ্রেফতার করে। আসামীদের বিরুদ্ধে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন ১৯৯০ এর সংশ্লিষ্ট ধারায় গুলশান ও খিলগাঁও থানায় পৃথক দু'টি মামলা দায়ের করা হয়। মামলা দু'টি তদন্তাধীন রয়েছে।

অবসর গ্রহণ

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, খুলনা উপ-অঞ্চলের তত্ত্বাবধায়ক জনাব এস, এম নিজাম উদ্দিন ০৩/০৯/২০০৭ তারিখে, প্রধান কার্যালয়ের ক্যাশিয়ার জনাব মোঃ আব্দুস সামাদ ০১/০৩/২০০৮ তারিখে, পাবনা উপ-অঞ্চলের সহকারী উপ-পরিদর্শক জনাব দেওয়ান মোঃ আব্দুস সাত্তার ৩১/০১/২০০৮ তারিখে, বরিশাল উপ-অঞ্চলের পরিদর্শক মিসেস রানু সাহা ০১/০৩/২০০৮ তারিখে এবং দিনাজপুর উপ-অঞ্চলের সহকারী উপ-পরিদর্শক জনাব আতাউর রহমান ২১/০২/২০০৮ তারিখে প্রাক অবসর গ্রহণ প্রস্তুতিমূলক ছুটি (এলপিআর) তে গমন করেন। উক্ত ছুটি শেষে জনাব এস, এম নিজাম উদ্দিন ০৩/০৯/২০০৮ তারিখে, জনাব মোঃ আব্দুস সামাদ ০১/০৩/২০০৯ তারিখে, জনাব দেওয়ান মোঃ আব্দুস সাত্তার ৩১/০১/২০০৯ তারিখে, মিসেস রানু সাহা ২৫/১০/২০০৮ তারিখে এবং জনাব আতাউর রহমান ২১/০২/২০০৮ তারিখে তারিখে সরকারি চাকুরী হতে অবসর গ্রহণ করবেন।

নিরোধ শিক্ষামূলক কার্যক্রম ও মাদকবিরোধী প্রচারাভিযান

মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার ও অবৈধ পাচার রোধ করার জন্য দেশে প্রচলিত আইনের যথাযথ প্রয়োগের পাশাপাশি প্রয়োজন এ বিষয়ে ব্যাপক গণসচেতনতামূলক কার্যক্রম। এ লক্ষ্যকে সামনে রেখে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর মাঠ পর্যায়ে ব্যাপক গণসচেতনতামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। ফেব্রুয়ারি/০৮ মাসে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কর্তৃক নিরোধ শিক্ষামূলক কার্যক্রমের একটি বিবরণী নিম্নে তুলে ধরা হলো।

ক্র/নং	কর্মসূচীর নাম	সংখ্যা ২০০৮ সাল	
		ফেব্রুয়ারি	জানুঃ-ফেব্রুঃ
১।	মাইকিং কর্মসূচী-	১২ টি	৩০ টি
২।	ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ভিত্তিক সভা	৩ টি	৬ টি
৩।	মাদকবিরোধী আলোচনা সভা-	৫৪০ টি	১০৪২ টি
৪।	অভিযানকালে গণসচেতনতা কার্যক্রম-	৩৫ টি	৭৩ টি
৫।	শ্রেণী বক্তৃতা	৫ টি	১৮ টি
৬।	বুলেটিন বিতরণ কর্মসূচী-	৪০০ টি	৮০০ টি।
৭।	প্রশিক্ষণ কর্মসূচী-	৩ টি	৪ টি
৮।	অন্যান্য কর্মসূচী-	১ টি	১ টি

রাজস্ব আদায়

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের অঞ্চলভিত্তিক ২০০৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের সাথে ২০০৮ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের রাজস্ব আদায়ের তুলনামূলক বিবরণী নিম্নরূপঃ

ক্র/নং	অঞ্চলের নাম	ফেব্রুয়ারি /০৭	ফেব্রুয়ারি /০৮
১।	ঢাকা অঞ্চল	১৯,৩৫,৫৪৪	৪২,০৬,০৬৪
২।	চট্টগ্রাম অঞ্চল	৬১,৯৮,৫৭০	৬৬,৪৮,১২২
৩।	খুলনা অঞ্চল	১,৮১,০২,২৮৬	১,৯৬,০৬,৯২২
৪।	রাজশাহী অঞ্চল	৩৯,৫৫,৩৮৮	৬৯,০৩,৪০২
	মোট	৩,০১,৯১,৭৮৮	৩,৭৩,৬৪,৫১০

রাসায়নিক পরীক্ষা সংক্রান্ত কার্যক্রম

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের কেন্দ্রীয় রাসায়নিক পরীক্ষাগারে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, পুলিশ, বিডিআর, কাস্টমস, র‍্যাব ও কোস্টগার্ডসহ সকল আইন প্রয়োগকারী সংস্থার দায়েরকৃত মাদক অপরাধ সংক্রান্ত মামলার আলামত এবং শিল্পে ব্যবহৃত বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ প্রিকারসর ক্যামিকেলস এর রাসায়নিক পরীক্ষা কার্য সম্পন্ন করা হয়। ফেব্রুয়ারি /০৮ মাসের রাসায়নিক পরীক্ষার হিসেব নিম্নরূপঃ

নমুনা প্রেরণকারী সংস্থা	মামলা সংখ্যা	রাসায়নিক পরীক্ষা সম্পন্ন ও রিপোর্ট সরবরাহ			পেন্ডিং/ স্থগিত
		পজিটিভ	নিগেটিভ	মোট	
মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর	৪৮৬	৪৮৪	২	৪৮৬	-
পুলিশ	৬৬৪	৬৬২	১	৬৬৩	১
বিডিআর	৩	৩	-	৩	-
র‍্যাব	-	-	-	-	-
সর্বমোট	১১৫৩	১১৪৯	৩	১১৫২	১

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়, ওয়েজ আর্নার্স হোস্টেল ভবন (লেভেল-৮), ৭১-৭২,পুরাতন এলিফ্যান্ট রোড, ইস্কাটন গার্ডেন, রমনা, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত। টেলিযোগাযোগ ঃ ৯৩৫৫৮৯৩, ৯৩৫৫৮৯৪, ৮৩১২২৪৯।